ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১	ঃ	মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২	ঃ	নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩	ঃ	টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪	ঃ	মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫	ঃ	হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬	ঃ	চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭	ঃ	উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮	ঃ	দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯	ঃ	ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২	ঃ	ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩	ঃ	আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫	ঃ	মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬	ঃ	অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১। ব্যবসায়ী বলতে আমরা কি বুঝি?

কয়েকটি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয়, যেমন- আমদানি পর্যায়, উৎপাদন পর্যায়, পাইকারী পর্যায় ও খুচরা পর্যায়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়কে আমরা ব্যবসায়ী পর্যায় বলে থাকি। উৎপাদন বা আমদানির পরবর্তী স্তরসমূহ যেমন- ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, পরিবেশক, হোলসেলার, সোল এজেন্ট, কমিশন এজেন্ট, পাইকারী বিক্রেতা ইত্যাদি 'ব্যবসায়ী' পর্যায়ভুক্ত। মূল্য সংযোজন কর আইনে 'ব্যবসায়ী'র নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে ঃ

" **'ব্যবসায়ী'** বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি তৎকর্তৃক আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন।"

অর্থাৎ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য অথবা দেশে উৎপাদিত পণ্য যদি কেউ কোনরূপ পরিবর্তন না করে মধ্যস্বত্বভোগী বা সর্বশেষ ভোক্তার নিকট বিক্রয় করেন তবে তাঁকে ব্যবসায়ী বলা হয়।

২। আমদানিকৃত বা অন্য উৎপাদকের নিকট হতে সংগৃহীত পণ্য মোড়কজাত করে বিক্রয় করলে কি তা 'ব্যবসায়ী' হিসেবে গণ্য হবে না?

পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন হলে এরূপ কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর আইন মোতাবেক প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই পণ্য মোড়কজাত করে বিক্রয়কারী ব্যক্তিকে 'ব্যবসায়ী' বলা যাবে না। বরং তিনি মূল্য সংযোজন কর আইন মোতাবেক 'উৎপাদক' হিসেবে পরিগণিত হবেন।

৩। সকল পণ্যের ক্ষেত্রে কি ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য?

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর প্রথম তফসিলে বর্ণিত পণ্য এবং সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অব্যাহতি প্রদত্ত পণ্য (যেমন- মোড়কজাত ভুট্টা বীজ, চাউল, পশু খাদ্যের পুষ্টি প্রিমিক্স, রাসায়নিক সার, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত ইনসেকটিসাইড,

ফাংগিসাইডস, পেস্টিসাইডস, এন্টিস্প্রাউটিং প্রোডাক্টস, প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর, ডিসইনফেকট্যান্টস, ইত্যাদি) ছাড়া সকল পণ্যের উপর ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রযোজ্য।

৪। ব্যবসায়ীর মূসক নিবন্ধন ঃ

ব্যবসায়ীকে 'Supplier (Trader)' হিসেবে কার্যক্রম কোড C099.00: Miscellaneous Goods এর আওতায় মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হয়।

৫। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক প্রদানের পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে তিনটি পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক আহরিত হচ্ছে, যথা-

১. প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে,

২. নির্ধারিত ১৩.৩৩% হারে মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে, এবং

৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে।

৬। প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী মূসক প্রদান ঃ

- এটি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার স্বাভাবিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রেয়াত ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

- আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে প্রকৃত মূল্য সংযোজন করে (যাবতীয় খরচ যেমন- পরিবহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মজুরি, বেতন, কমিশন, ফি, চার্জ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে) ফরম 'মূসক-১খ'**(পরিশিষ্ট-১)**তে বিক্রয় মূল্য তথা মূসক আরোপযোগ্য মূল্য বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ঘোষণা করতে হয়।

- প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারণের পর নির্ধারিত মূল্যের ওপর ১৫% হারে মূসক প্রদান করতে হয়।

- আমদানি পর্যায়ে বা স্থানীয়ভাবে ক্রয় পর্যায়ে পূর্বে পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যায়।

- ব্যবসায়ী পর্যায়ে ২০% মূল্য সংযোজন বিবেচনা করে নীট ৩% মূসক আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর্তন করা হয়। তাই:

  - ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত মূল্য সংযোজন যদি ২০% এর কম হয়, তাহলে আমদানি পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিশোধিত ব্যবসায়ী মূসক দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করা যায় বা ফেরৎ দাবী করা যায়।

  - আর, ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজন যদি ২০% এর বেশি হয়, তাহলে ২০% এর অতিরিক্ত পরিমাণ মূল্য সংযোজনের জন্য মূসক প্রদান করতে হয়।

- ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন যদি ২০% (অর্থাৎ সমান) হয়, তাহলে:

  - যেহেতু আমদানি পর্যায়ে উক্ত পরিমাণে সংযোজনের উপর একবার ৩% উৎসে মূসক কর্তন/আদায় করা হয়েছে, তাই ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রথমবার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আর মূসক প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে তার মূল্য ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই এবং রেয়াত নেয়ার সুযোগ নেই।

  - উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক-১১/১১ক ইস্যুর সময় চালানপত্রে এই মর্মে সীল প্রদান করা হবে যে, "এই চালানপত্রে প্রদর্শিত মূসক ...../ ....., কাস্টম হাউজের বিল অব এন্ট্রি নং ....., তারিখ ..... এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।" এবং এক্ষেত্রে চালানপত্রে প্রকৃত মূসক এবং উৎসে কর্তিত মূসকের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে, যাতে করে উক্ত পণ্যের ক্রেতা প্রয়োজনবোধে রেয়াত নিতে পারে।

৭। নির্ধারিত ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী মূসক প্রদান ঃ

- এটি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার স্বাভাবিক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতি। এই পদ্ধতিতে রেয়াত ব্যবস্থা কার্যকর থাকে না।

- ব্যবসায়ী পর্যায়ে নির্ধারিত মূল্য সংযোজনের হার ১৩.৩৩%। আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ১৩.৩৩% এর কম বা বেশি না হলে এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক পরিশোধ করা যায়।

- নির্ধারিত মূল্য সংযোজন ১৩.৩৩% এর ওপর ১৫% হারে অর্থাৎ সর্বমোট বিক্রয় মূল্যের ওপর ২% হারে ব্যবসায়ী মূসক পরিশোধ করতে হয়।

- এ পদ্ধতিতে মূসক পরিশোধকারী ব্যবসায়ীকে ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-২)** বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ঘোষণা দাখিল করতে হয়।

- এ পদ্ধতিতে রেয়াত প্রাপ্য হবে না এবং মূল্য ঘোষণা বাধ্যতামূলক নয়।

৮। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে মূসক প্রদান ঃ

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিতে সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্য সংযোজন ধরে ন্যূনতম নির্ধারিত পরিমাণ মূসক আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এলাকাভিত্তিক উক্ত নির্ধারিত সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ও প্রদেয় ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো ঃ

যে সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য	সর্বোচ্চ বার্ষিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ	প্রদেয় ন্যূনতম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	৪০,০০০/- টাকা	৬,০০০/- টাকা
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	৩২,০০০/- টাকা	৪,৮০০/- টাকা
জেলা শহরের পৌর এলাকা	২৪,০০০/- টাকা	৩,৬০০/- টাকা
দেশের অন্যান্য এলাকা	১২,০০০/- টাকা	১,৮০০/- টাকা

- এ পদ্ধতিতেও রেয়াত প্রাপ্য হবে না এবং মূল্য ঘোষণা বাধ্যতামূলক নয়।

- কোন ব্যবসায়ীর বার্ষিক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নির্ধারিত সর্বোচ্চ বার্ষিক পরিমাণের চেয়ে বেশী হলে তার জন্য ন্যূনতম মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য নয়।

৯। ব্যবসায়ী কর্তৃক সংরক্ষণীয় মূসক হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি ঃ

- প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর প্রদানকারী একজন ব্যবসায়ীকে (পাইকারী বা খুচরা যে ধরনেরই হন না কেন) নিম্নলিখিত হিসাব পুস্তক বা রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হয়ঃ
  - মূসক চালানপত্র (ফরম মূসক-১১, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূসক-১১ক),
  - ক্রয় হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক-১৬),
  - বিক্রয় হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক-১৭),
  - চলতি হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক-১৮)।

- এর পাশাপাশি একজন ব্যবসায়ী তার নিজস্ব পদ্ধতিতেও হিসাব সংরক্ষণ করতে পারবেন।

- এছাড়াও তাঁকে নিম্নরূপ দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হয়-
  - মূল্য ঘোষণা এবং মূল্য নির্ধারত সংক্রান্ত দলিলাদি (ফরম মূসক-১খ) [নির্ধারিত ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর প্রদানকারী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়],
  - পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়নপত্র (ফরম মূসক-১২খ) [নির্ধারিত ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর প্রদানকারী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়],
  - দাখিলপত্র (ফরম মূসক-১৯),
  - ট্রেজারী চালানের কপি (টি আর -৬),
  - পণ্য বা উপকরণ ক্রয়ের দলিলাদি (বিল অব এন্ট্রি, মূসক চালান ইত্যাদি),
  - পণ্য বা সেবা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সকল বাণিজ্যিক দলিলাদি ইত্যাদি।

- নির্ধারিত ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূসক পরিশোধকারী ব্যবসায়ীকে প্রতিটি ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহের হিসাব, নিজস্ব বাণিজ্যিক দলিলাদি, দাখিলপত্র (মূসক-১৯), চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) এবং চালানপত্র পুস্তক (মূসক-১১/ মূসক-১১ক), ট্রেজারি চালানের কপি সংরক্ষণ করতে হয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক এলাকাভিত্তিতে ন্যূনতম নির্ধারিত পরিমাণে (যেমন-৬০০০/- টাকা, ৪৮০০/- টাকা, ৩৬০০/- টাকা, ১৮০০/- টাকা) বার্ষিক মূসক পরিশোধকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে কেবল পণ্য ক্রয়ের দলিলাদিসহ ক্যাশ মেমো ও বিক্রয় পুস্তক ও ট্রেজারি চালানের কপি সংরক্ষণ করতে হয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে (যেমন - মেট্রোপলিটান এলাকার অভিজাত শপিং সেন্টারের সকল ব্যবসায়ী, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, জেনারেল স্টোর, বড় ও মাঝারী ব্যবসায়ী, ইত্যাদি) Electronic Cash Register (ECR) বা Point of Sales (POS) Software ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

১০। ব্যবসায়ী কোন্ ফরমে মূসক চালানপত্র প্রদান করবেন?

একজন ব্যবসায়ী কর্তৃক অপর একজন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য সরবরাহের সময় ফরম মূসক-১১-তে মূসক চালানপত্র প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে, কোন অনিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য সরবরাহের সময় ফরম মূসক-১১ক-তে মূসক চালানপত্র প্রদান করতে হয়। ECR বা POS ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী কর্তৃক ECR বা POS মুদ্রিত চালানপত্র প্রদান করতে হয়।

১১। কোন ব্যবসায়ী কর্তৃক টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য সরবরাহের সময় কি হারে ও পদ্ধতিতে মূসক পরিশোধ/কর্তনযোগ্য হবে?

একজন ব্যবসায়ী কর্তৃক টেন্ডার বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য সরবরাহের সময় নিম্নরূপ হারে ও পদ্ধতিতে মূসক পরিশোধ/কর্তনযোগ্য হবে-

- প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর প্রদানকারী ব্যবসায়ী ১৫% হারে মূসক চালানপত্র ইস্যু করবেন, টেন্ডার বা কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট মূল্যের ওপর ৩% হারে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে, ব্যবসায়ী এই ৩% মূসক দাখিলপত্রের মাধ্যমে ঋণাত্মক সমন্বয় করবেন;
- নির্ধারিত ১৩.৩৩% মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে বা নীট ২% কর প্রদানকারী বা এলাকাভিত্তিতে বার্ষিক মূল্য সংযোজন ধরে ন্যূনতম নির্ধারিত পরিমাণ কর প্রদানকারী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেও টেন্ডার বা কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট মূল্যের ওপর যোগানদার সেবার হিসাবে ৪% হারে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী এই ৪% মূসক ঋণাত্মক সমন্বয় করতে পারবেন না।

পরিশিষ্ট-১

মূসক-১খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক মূল্যভিত্তি ঘোষণাপত্র
[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম: মূল্য ঘোষণার নম্বর...../বৎসর
প্রতিষ্ঠানের নাম : এলাকা কোড:
পূর্ণ ব্যবসায়িক ঠিকানা: টেলিফোন নম্বর:
নিবন্ধন নম্বর: ফ্যাক্স নম্বর :

ক্র: নং	পণ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যের নাম ও বিবরণ (আমদানি দলিল বা ক্রয় চালানপত্র মোতাবেক)	পণ্যের ক্রয়মূল্য (মূল্য সংযোজন কর ও আগাম আয়কর ব্যতীত)	মূল্য সংযোজনের পরিমাণ	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য		আরোপণীয় সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে)	মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য মূল্য		পাইকারী মূল্য	খুচরা মূল্য/ মুদ্রিত মূল্য
					বর্তমান	প্রস্তাবিত		বর্তমান	প্রস্তাবিত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

আমি এইমর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, ওপরে বর্ণিত সকল তথ্য সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ :..... স্বত্বাধিকারী, নিবন্ধিত ব্যক্তি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর

নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশাবলি :

১। আমদানি দলিল ক্রয় চালানপত্রে পণ্যের বিবরণ স্পষ্ট না হইলে উক্ত বিবরণের নিচে পণ্যটি যে নামে (সাইজ/গ্রেড/মডেল উল্লেখসহ) একজন ব্যবহারকারীরর নিকট পরিচিত তা (৩) নং কলামে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি ঘোষণার সংশ্লিষ্ট আমদানি দলিল বা ক্রয় চালানপত্রের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে।

২। সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি দলিল বা ক্রয় চালানপত্রে মূল্য সংযোজন কর ও আগাম আয়কর ব্যতীত যে মূল্য (যাবতীয় শুল্ক করসহ) উল্লেখ থাকিবে তার সাথে অন্য কোনো রেয়াতযোগ্য উপকরণ ব্যবহৃত হইলেতা পরবর্তী সারি (Row) তে (৩) নং কলামে বিবরণসহ মূল্য প্রদর্শন সাপেক্ষে(৪) নং কলামে যোগ করিতে হইবে।

৩। ক্রয় মূল্যের সমর্থনে মূল্য ঘোষণার সাথে আমদানি দলিল বা ক্রয়চালানপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪। (৫) নং কলামে প্রদর্শিত সংযোজনের ভিত্তিতে ১৫% হারে নীট মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে।

৫। (৮) নং কলামে প্রস্তাবিত মূল্য বা বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত মূল্যের (যেটি প্রযোজ্য) ভিত্তিতে ১৫% হারে মূসক নিরূপণপূর্বক কর পরিশোধিত মূল্যের চেয়ে মূল্য ঘোষণা দাখিলকারীর বিক্রয় মূল্য কোনো অবস্থাতেই বেশি হইবে না।

পরিশিষ্ট-২

'ফরম'
[শর্ত (ক) দ্রষ্টব্য]

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ. . . . . ।

২। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ ঃ . . . . . ।

৩। ব্যবসায়ের ধরণ ঃ . . . . . ।

৪। ব্যবসায়স্থলের বিবরণ ঃ

(ক) ঘরের আয়তনঃ . . . . . .

(খ) কর্মচারীর সংখ্যা ও তাহাদের মাসিক বেতনঃ . . . . . .

(গ) বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ভাড়া ইত্যাদি খাতে মাসিক সম্ভাব্য ব্যয়ঃ . . . . . .

(ঘ) যে সব পণ্যের ব্যবসা করা হয় তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্যঃ

(১) . . . . . .

(২) . . . . . .

(৩) . . . . . .

(৪) . . . . . .

৫। মাসিক সম্ভাব্য টার্ণওভারঃ . . . . . .।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।